শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন নিয়মের বেড়াজালে বন্দি হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার

জয়নাল আবেদীন ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত নতুন এক সার্কুলার নিয়ে রংপুর অঞ্চলসহ দেশের হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবক ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের পরিচালনা কমিটিসহ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলা প্রশাসনের এক সূত্র থেকে জানা যায় দেশে মাধ্যমিক পাস করা অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর কলেজে ভর্তি সমস্যা নিরসন কল্পে গত ২৭ আগস্ট ঢাকায় উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়গুলো একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খুলতে পারবে। জানা যায় সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক রংপুর অঞ্চলের দু'শতাধিক উচ্চ বিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত হয়। এদিকে কলেজ পরিচালনা কমিটি পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের নিয়োগ করেন। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান দরখাস্ত আহবান করেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে নিয়মাবলী পাঠিয়েছেন তা দুরভিসন্ধিমূলক, অস্পষ্ট এবং হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্যে হুমকি স্বরূপ। জেলা প্রশাসনের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় শাখা-১১ বিদ্যালয় ২ নং-শা ১১ বিবিধ ৪-৯৫-৩১২ শিক্ষা-এর আদেশে ৬ নম্বর ক্রমিকে বলা হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের জন্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম সকল পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের এই আদেশ পেয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাসকোর্স থেকে তৃতীয় শ্রেণীধারী অথচ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর পাস শিক্ষার্থিদের মাথায় বাজ পড়েছে। জানা যায়, এতদিন পাসকোর্স থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারিরা মহাবিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু এই আদেশ কার্যকরি হলে তৃতীয় শ্রেণীর পাসকোর্সধারিরা আর কোনো মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ থেকে চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত হবেন। উল্লেখ্য, সরকার দেশে উচ্চ শিক্ষার কথা বলছেন। বেকার সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছেন। অথচ এই আদেশ বলবৎ হলে সদ্য নিয়োগ প্রাপ্ত/ নিয়োগপ্রাপ্তির অপেক্ষায় সারাদেশে প্রায় হাজার শিক্ষক চাকরি হারাবেন এবং লাখ লাখ শিক্ষার্থী পরবর্তীতে কলেজে চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।